দৈনিক সংবাদ

NOV. 22 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলম ২

চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা শেষ হয়েছে

পূর্বধলার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন উজ্জীবিত নেত্রকোনা ভেস্তে গেছে

পূর্বধলা (নেত্রকোনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ই নভেম্বর পূর্বধলা উপজেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন উজ্জীবিত নেত্রকোনার চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৪৯ হাজার ৮শ ৬০ জন (পুরুষ- ২৫ হাজার ৭শ ১০, মহিলা- ২৪ হাজার ১শ ৫০ জন) নব্য সাক্ষর অংশ নেয়ার কথা থাকলেও অর্ধেকের চেয়েও কম সংখ্যক নব্য সাক্ষর চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশ নেয়।

ঢাকঢোল পিটিয়ে গত ১৬ই মার্চ পূর্বধলা উপজেলায় ১ হাজার ৬শ ৬২টি কেন্দ্রে নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার কার্যক্রম চালু হয়। কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন করে সরকারি কর্মকর্তা দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১শ ১০ জন সুপারভাইজার কার্যক্রম তদারকি করেন। এছাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কাজের গতিবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করে প্রথমদিকে কিছু অগ্রসর হলেও পরবর্তী সময় দেশের রাজনৈতিক কারণে সৈ গতিবেগ স্তিমিত হয়ে পড়ে। গ্রামের সাধারণ মানুষ সে সময় হয়ে পড়ে নির্বাচনমুখী। এছাড়া একে একে ৪ জন জেলা প্রশাসকসহ পূর্বধলা উপজেলায় পরপর ৩জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বদলি হওয়ায় নতুন নির্বাহী অফিসারগণ এসে কাজে হাত দিতে সময়ক্ষেপণ হয়ে যাওয়ার ফলে কার্যক্রমের দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এমনকি ওপর থেকে অর্থ যোগানের বিষয়টি কাজের বিঘ্ন সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সময়মত টাকা না পাওয়ায় যেমন তেলের অভাবে কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি নিয়মিত বেতন না পেয়ে শিক্ষকগণ মনোবল হারিয়ে যায় এতে কার্যক্রমের স্থবিরদশা বিরাজ করে।

সর্বোপরি একথা সত্য, এমনিতে পূর্বধলার শিক্ষার হার মাত্র ২৩ ভাগ, একে শ ভাগে উন্নীত করা যেমন মটিভেশনের প্রয়োজন, তেমনি সময়ের প্রয়োজন ছিল। সেই হারে মটিভেশন ও সময়ের অভাবেই পূর্বধলার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন উজ্জীবিত নেত্রকোনা ভেস্তে গেছে।

এরপরও বিভিন্ন চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা কেন্দ্রে মহিলা সাক্ষরদের উপস্থিতির হার ছিল পুরুষদের চেয়ে যথেষ্ট বেশি।